যায়যায়দিন

তারিখ ...... 7 MAY 2010
পৃষ্ঠা ...১... কলাম ...৫......

ছাত্রলীগের অপকর্মে কলঙ্কিত সরকার

সাখাওয়াত হোসেন

ছাত্রলীগের একশ্রেণীর নেতাকর্মীর সীমাহীন অপকর্মে ম্লান হতে চলেছে সরকারের সব সাফল্য ও অর্জন। তাদের টেন্ডারবাজি, দখলবাজি, চাঁদাবাজি, অস্ত্রবাজি ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে কলঙ্কিত হতে চলেছে সরকার। তাদের আত্মঘাতী সংঘর্ষে সারাদেশে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতি ঘটেছে। গণমাধ্যমসহ বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষ এসব অনিয়ম, উচ্ছৃঙ্খলতা ও বেআইনি কার্যক্রমের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেছে। আর এজন্য সরকারকে পদে পদে বিব্রত হতে হচ্ছে।

> ওরা শাসক দলের সব অর্জন শেষ করে দিচ্ছে

এ পরিস্থিতিতে টেন্ডারবাজ-চাঁদাবাজসহ যে কোনো সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িত ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের তাৎক্ষণিকভাবে গ্রেপ্তারের নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। ... আওতায় আনতে বলা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর এ নির্দেশ র‍্যাব ও পুলিশের শীর্ষ কর্মকর্তাদের ইতিমধ্যেই জানিয়ে দিয়েছে প্রশাসন। র‍্যাব-পুলিশের শীর্ষ প্রশাসন থেকে তা মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তাদেরও অবহিত করা হয়।

স্বরাষ্ট্র সচিব আবদুস সোবহান শিকদার যায়যায়দিনকে জানান, ২৮ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিব মোল্লা ওয়াহেদুজ্জামান স্বাক্ষরিত এক চিঠিতে রাজনৈতিক সংগঠনের সদস্যদের টেন্ডারবাজিসহ উচ্ছৃঙ্খল আচরণের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। একই সঙ্গে এসব অপরাধীর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থ কর্মকর্তাদের চিহ্নিত করারও নির্দেশ রয়েছে।

এদিকে ক্ষমতাসীন দলের হাইকমান্ড ছাত্রলীগের শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে বৈঠক কলঙ্কিত : পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

কলঙ্কিত : ছাত্রলীগের

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

করে আগামী জুন মাসের মধ্যে সংগঠনের সব জেলার সম্মেলন আয়োজনের নির্দেশ দিয়েছেন। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জেলা সম্মেলন সম্পন্ন হলে আগামী জুলাই মাসে কেন্দ্রীয় সম্মেলন আয়োজনের আভাস দিয়েছেন তারা।

পুলিশ সদর দপ্তর সূত্র, বর্তমান সরকারের ১৫ মাসে ছাত্রলীগের নেতাকর্মী ও ক্যাডারদের বিরুদ্ধে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন থানায় টেন্ডারবাজি, দখলবাজি, ছিনতাই, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তিবাণিজ্য, চাঁদাবাজিসহ বিভিন্ন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে সাড়ে ১১ হাজার মামলা হয়েছে। এছাড়াও তাদের হাতে ধর্ষণ, ছাত্রীদের শ্লীলতাহানি, শিক্ষক-শিক্ষিকা লাঞ্ছিত, প্রশাসনকে জিম্মি করে আসামি ছিনতাই ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের ওপর চড়াও হওয়ার বিস্তর অভিযোগ রয়েছে।

আওয়ামী লীগের হাইকমান্ড থেকে দফায় দফায় হুশিয়ারি দেয়া হলেও বেপরোয়া ছাত্রলীগের ক্যাডাররা তা তোয়াক্কা করছে না; বরং শীর্ষ প্রশাসনকে পাল্টা হুমকি-ধমকি দিয়ে তাদের অপকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে। সংগঠনের প্রথম সারির অনেক নেতা চরমপন্থী, জঙ্গি গোষ্ঠী ও আন্ডারওয়ার্ল্ডের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে।

এদিকে বেপরোয়া ছাত্রলীগের বিরুদ্ধে হার্ডলাইনে যাওয়ার সরকারি উদ্যোগকে 'আইওয়াশ' বলে মন্তব্য করেছেন র‍্যাব ও পুলিশসহ গোয়েন্দা সংস্থার শীর্ষ কর্মকর্তারা। তারা বলছেন, ছাত্রলীগকে ফ্রন্ট লাইনে রেখে ক্ষমতাসীন দলের প্রথম সারির অনেক নেতা টেন্ডারবাজি ও দখলবাজিসহ নানা অপতৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছেন। তারা প্রকাশ্যে ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের গালমন্দ করলেও গোপনে সব ধরনের শেল্টার দিচ্ছেন।

তবে সরকারের নীতিনির্ধারকদের একটি সূত্র বলেছেন, ছাত্রলীগের অপতৎপরতায় উদ্বিগ্ন প্রধানমন্ত্রী। তিনি স্বার্থান্বেষী, নীতিহীন ছাত্রলীগ নেতাদের চিহ্নিত করে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের তাগিদ দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী এ ব্যাপারে প্রশাসনের তৎপরতার নিয়মিত খোঁজখবর নিচ্ছেন।

ডিএমপির এক শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, দখলবাজির ঘটনায় ছাত্রলীগের প্রথম সারির এক নেতাকে গ্রেপ্তারের আধাঘণ্টার মধ্যেই এক প্রতিমন্ত্রী হুমকি-ধমকি দিয়ে তাকে ছাড়িয়ে নিয়ে গেছেন। ওয়েস্ট জোনের একজন এডিসি জানান, ক্ষমতাসীন দলের এমপির নির্দেশ অনুযায়ী ছাত্রলীগের অস্ত্রধারী ক্যাডারদের ছেড়ে না দেয়ায় তাকে অন্যত্র বদলি করা হয়েছে। রাজধানীর অধিকাংশ থানার ওসির অভিযোগ, ছাত্রলীগের ক্যাডারদের অবৈধ তদবির না শুনলে মন্ত্রী-এমপি ও ক্ষমতাসীন দলের শীর্ষ নেতাদের হয়রানির শিকার হতে হয়।

মুখে ছাত্রলীগকে তুলোধোনা করে গোপনে আঁতাত রাখার বিষয়টি রাজনীতিকদের 'ডুয়েল পলিটিক্স' বলে উল্লেখ করে জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরী, অধ্যাপক জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, অধ্যাপক জামাল নজরুল ইসলাম ও অধ্যাপক আনিসুজ্জামান ২১ এপ্রিল এক যৌথ বিবৃতিতে ছাত্রলীগের সঙ্গে সুস্পষ্টভাবে সম্পর্কচ্ছেদের পরামর্শ দিয়েছেন। তারা শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার পরিবেশ বজায় রাখার জন্য ছাত্রলীগের সঙ্গে আওয়ামী লীগ নেতাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ আঁতাত ছিন্ন করতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি আহ্বান জানান।

ছাত্রলীগে শিবির ঢুকে পড়েছে বলে এলজিআরডি মন্ত্রী সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম গত মাসে যে মন্তব্য করেছেন তা পরোক্ষভাবে ছাত্রলীগের ক্যাডারদের আরো উৎসাহিত করেছে বলে অভিযোগ শিক্ষাবিদদের। তারা বলছেন, এ 'রক্ষাকবচ' সামনে রেখে ছাত্রলীগ ক্যাডাররা তাদের অপকর্ম শিবিরের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়ার সুযোগ পেয়েছে।

গোয়েন্দা সূত্রগুলো জানিয়েছে, গত বছরের শুরুতে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের সন্ত্রাসী কার্যকলাপে শিক্ষাঙ্গন উত্তপ্ত হয়ে ওঠায় অস্ত্রধারী ক্যাম্পাস ক্যাডারদের তালিকা তৈরির নির্দেশ দেয় সরকার। মাঠপর্যায়ে ব্যাপক অনুসন্ধান ও তথ্য যাচাই-বাছাই করে একাধিক গোয়েন্দা সংস্থা সমন্বিতভাবে একটি দীর্ঘ তালিকা তৈরি করে। ওই তালিকা সংশ্লিষ্ট প্রশাসনে জমা দেয়ার পরপরই তা ফাঁস হয়ে যায়। পরে ওই তালিকাভুক্ত ছাত্রদল ও ছাত্রশিবিরের উল্লেখযোগ্যসংখ্যক ক্যাডার ক্যাম্পাসের বিভিন্ন সংঘর্ষের ঘটনায় গ্রেপ্তার হলেও ছাত্রলীগের কারো হাত ধরতেও সাহস পায়নি পুলিশ।

আওয়ামী লীগের অনেক প্রবীণ নেতা ছাত্রলীগের ক্যাডারদের শেল্টার দেয়ার অভিযোগ অস্বীকার করে বলেছেন, তরুণ নেতাদের কেউ কেউ তাদের ব্যবহার করে রাজনৈতিক ক্ষমতা কুক্ষিগত করার চেষ্টা করছেন। তাদের কারণে ছাত্রলীগের নেতাকর্মী ও ক্যাডাররা এমন বেপরোয়া হয়ে উঠেছে যে এখন তারা দলীয় হাইকমান্ডকেও মানছে না।

২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোটের নিরঙ্কুশ বিজয় ঘোষণার ৪৮ ঘণ্টা পার না হতেই ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা ঢাবির হল দখলের মধ্য দিয়ে তাদের অপকর্মের যাত্রা শুরু করে। কয়েক মাস না যেতেই ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনাসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় ছাত্রলীগের বেপরোয়া টেন্ডারবাজি এবং দখলবাজিতে সব মহলে সমালোচনার ঝড় ওঠে। ছাত্রলীগের অপকর্মে ক্ষুব্ধ ও বিব্রত আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা ২০০৯ সালের এপ্রিলে সংগঠনের 'সাংগঠনিক নেত্রী'র পদ থেকে নিজের নাম প্রত্যাহার করে নেন। এ সময় কেন্দ্রীয় শতাধিক নেতাও পদত্যাগের হুমকি দেন। তবে এসব হুমকি-ধমকিতে পিছপা না হয়ে বরং ছাত্রলীগের ক্যাডারদের উন্মাদনা বাড়তে শুরু করে। শুরু হয় ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের হাতে ঢাবি, চবি ও জাবিসহ দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একের পর এক ছাত্রী ও শিক্ষক নির্যাতনের ঘটনা। সরকারের মেয়াদ ছয় মাস পার না হতেই প্রশাসনসহ সারাদেশের মানুষের কাছে 'আতঙ্ক' হয়ে দাঁড়ায় ছাত্রলীগ। সাম্প্রতিককালে তাদের অপকর্ম আরো বেড়েছে।